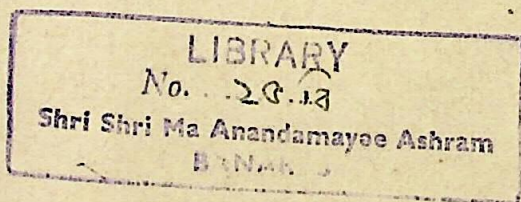


বিজলী সঙ্গীত

PRESENTED

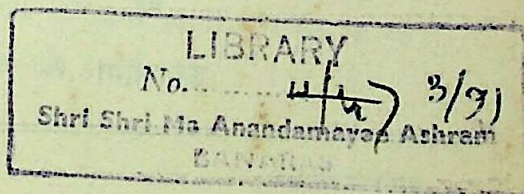


দ্রবিশ

দরবেশ গ্রন্থাবলী-১,

বিজলী সঙ্গীত ৪/৭৭

কিরণচাঁদ দরবেশ
(কাব্যরত্ন)



প্রকাশক :—

শ্রীসুবোধগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবিজয়রক্ষঃ মঠ
বারাণসী



ছয় আনা Rs. 1.00

মুদ্রাকর :—

শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৩১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

3/91
11/11

প্রিয়বর সতীর্থ

শ্রীযুক্ত মতিলাল ভৌমিক

কর-কমলে—

ভায়া,

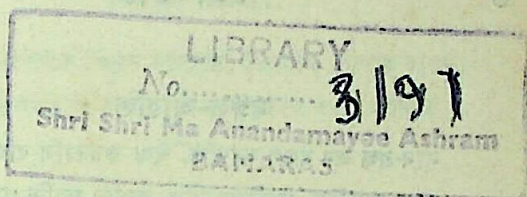
তোমারই ঐকান্তিক আগ্রহে যে আরতি-সঙ্গীত বিরচিত
হইয়াছিল, যে-গান গাহিতে গাহিতে ভাবোন্মত্ত প্রেমিক
ভক্ত তুমি,—কী মধুর নৃত্য করিয়াছিলে, সেই সঙ্গীত
সম্বলিত এই ক্ষুদ্র “বিজলী সঙ্গীত” তোমারই করে সমর্পণ
করিলাম। এই পুস্তকে বাঁহার গাথা আছে, ভাল হউক
মন্দ হউক, সে কর্ণ-মন-রসায়ন কথা কখনও তোমার
অপ্রিয় হইবে না, এই মাত্র ভরসা।

বরিশাল
রাখি পূর্ণিমা
৯ ভাদ্র, ১৩১১

}

তোমার অনুরত
কিন্নর

প্রথম সংস্করণ	...	...	১৩১১
দ্বিতীয় সংস্করণ	...	...	১৩১৭
তৃতীয় সংস্করণ	...	...	১৩১৮
চতুর্থ সংস্করণ	...	...	১৩২১
পঞ্চম সংস্করণ	...	...	১৬৪১



বিজলী সঙ্গীত

(১)

মঙ্গল-আরতি

শ্রীনাম-ব্রহ্ম কি মঙ্গল আরতি, শম্ভু করতালি বাজত ।
প্রেম-রসাশ্রয় ভকত হৃদয়, জয়তি জয়তি গাজত ॥
জয় জটধর নমো তমোহর, লম্বোদর পরমেশ্বর ।
পুরাণ-পুরুষ প্রকৃতি-পরেশ, সচ্চিদানন্দ হে সুন্দর ॥
ধূপ-গুগ্গলু চন্দন-সৌরভ, মন্দ মন্দ বায়ে বহত ।
জয়তি জয়তি কর্পূর আরতি, প্রণতি করহু ভকত ॥
ভজ হরিনাম কহ হরিনাম, হরিনাম গান গাওত ।
ধ্যান হরিনাম জ্ঞান হরিনাম, জঞ্জাল সব মিটাওত ॥
ভুবন-মঙ্গল সাধক-সম্বল, ভকত-বৎসল হেরত ।
হুর্জন-তারণ তাপ-নিবারণ, নাম কি মহিমা বুলত ॥
স্বাবর জন্ম তরু বিহঙ্গম, রঙ্গে নামগুণ ভাষত ।
ফুল ফুলদল প্রেম প্রচারল, অরুণ-কিরণ হাসত ॥

বিজলী সঙ্গীত

(২)

মঙ্গল-আরতি

নাম-ব্রহ্ম জয় মঙ্গল-আরতি, শঙ্খ করতালি বাজত ।
 শান্ত সমাহিত বোগীজন-চিত, জয়তি জয়তি গাজত ॥
 জয় হরিনাম ভজ হরিনাম, নাম কি মহিমা গাওত ।
 হাসত রোঁয়ত নাচত চুঁরত, জঞ্জাল সব মিটাওত ॥
 স্থাবর জঙ্গম তরু বিহঙ্গম, রঞ্জে হরিগুণ ভাবত ।
 ভুবন মঙ্গল সাধক সম্বল, শ্রীনাম কলুব নাশত ॥

(৩)

মঙ্গল-আরতি

মঙ্গল মন্দিরে মঙ্গল-আরতি, মঙ্গল বাজনা বাজত ।
 মঙ্গল কীর্তনে মঙ্গল নর্তন, মঙ্গল ভুবন সাজত ॥
 মঙ্গল শ্রীনাম-ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়, মঙ্গল মানসে হাসত ।
 মঙ্গল জাগ্রত সদগুরু-শাস্ত, নিখিল সন্তাপ নাশত ॥
 জয় যোগেশ্বর যোগমারা-যুত, মঙ্গল যুগল রাজত ।
 জয় নাম-নামী জয় নামদাতা, জয় জয় ধ্বনি গাজত

(৪)

মঙ্গল-আরতি

মঙ্গল ভবনে বুদ্ধ যোগাসনে, অনাদি যুগল জাগে ।
 যুগান্ত সঞ্চিত তিমির ভাগই, মঙ্গল অরুণ রাগে ॥
 জয় বোগীরাজ জয় বোগমারা, জয় জয়ধ্বনি গাজে ।
 তত্তগণ নাচে ভক্তি-প্রেম যাচে, মৃদঙ্গ মঙ্গল বাজে ॥

বিজলী সঙ্গীত

৭

মদল প্রভাতে কিরণ সম্পাতে, ত্রিলোক পুলকে হাসে ।
সদগুরু-আরতি প্রকট মুরতি, ত্রিতাপ বন্ধন নাশে ॥

(৫)

মঙ্গল-আরতি

আনন্দ-নন্দন মঙ্গল-আরতি, আনন্দে নয়ন নেহার ।
আনন্দে মগন আনন্দ মুরতি, আনন্দ-সায়রে বিহর ॥
জয় জটাধর নমো তমোহর, লম্বোদর পরমেশ্বর ।
পুরাণ-পুরুষ পরম পরেশ, সচ্চিদানন্দ হে সুন্দর ॥
হুর্জ্জন-তারণ তাপ-নিবারণ, শাস্তিস্বধারস-আকর ।
জয় শ্রীসদগুরু প্রেম কল্লতরু, আনন্দ-সুমেরু-শেখর ॥

(৬)

মঙ্গল-আরতি

জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় হে ।
জয় শাস্তিদাতা, ভাগ্যবিধাতা, ত্রিকালজ্ঞাতা, জয় হে ॥
জয় জটাধারী, ত্রিভুবনচারী, ত্রিতাপহারী, জয় হে ।
ললাটে তিলক, চূর্ণ অলক, মুগ্ধ ত্রিলোক, জয় হে ॥
জয় দণ্ডধর, কমণ্ডলু-কর, শোক-তমোহর, জয় হে ।
কণ্ঠেতে মালা, নয়ন উজালা, ভাব-বিভোলা, জয় হে ॥
জয় মধুময়, মধুর আশয়, অচ্যুত বিজয়, জয় হে ।
গৈরিক বসন, স্থির যোগাসুন, অশুভ-নাশন, জয় হে ॥
তুহঁ বাসুদেব, পরাণ-বল্লভ, গোবিন্দ কেশব, জয় হে ।
পুরাণ-পুরুষ, ব্রহ্ম-পরেশ, মুক্ত-মহেশ, জয় হে ॥

বিজলী সঙ্গীত

হে পরমেশ্বর, পরাণ ঈশ্বর, আদি মহেশ্বর, জয় হে।
 শীতল চরণ, দীনের শরণ, কিরণ-তারণ, জয় হে ॥

(৭)

ভোগ-আরতি

নমো কলি-যুগ-পাবন শ্রীহরিনাম ॥
 শ্রীশ্রীহরিনাম নমো জয় হরিনাম ।
 সত্যধর্ম নামব্রহ্ম পূজন প্রণাম ॥
 যেই নাম সেই নামী অভেদ মূর্তি ।
 জয়তি জটীয়া-দেব নাম কি বিভূতি ॥
 জয় যোগমায়া-যুত যুগল বৈভব ।
 লক্ষ্যদর পরমেশ পতিত-বান্ধব ॥
 নাম-নামী-নামদাতা তিনের মেলানী ।
 ভোগ রাগ লাগাওত ভকত বাখানি ॥
 স্থান উপস্থিতি' পুত আসন পাতিয়া ।
 নানা মত ভোগ বত রাখিল ধরিয়া ॥
 সন্ত-স্বত-সিন্ত কিবা শাল্যন্ত সস্তার ।
 সৈন্ধব লবণ আনি' দিল একধার ॥
 তিক্ত-নিধ-পত্র-ভাজা কুমড়া পটোল ।
 খোড় ভাজা শুক্ল আর গান্ধালের বোল ॥
 মোচাঘন্ট মনলোভা শাক শত শত ।
 মুদগ ছোলা অরহর ডাল নামামত ॥
 কালিজীরা দিয়া মরি কলায়ের বড়া ।
 আনু পটোলাদি যোগে ব্যঞ্জন-লাফড়া ॥

বিজলী সঙ্গীত

৯

কাগজিয়া নেবু আর অন্ন নানামত ।
 রসাল লেহন মরি আচারাদি যত ॥
 দধি ক্ষীর ছানা চিনি অমৃত পায়েস ।
 পানিতোয়া রসগোল্লা ছানার সন্দেশ ॥
 ঈষৎস্থ দ্বন্দ্ব দিল পুরিয়া কাটোরা ।
 ক্ষীরপুলি চুষিপুলি আর রসবড়া ॥
 আত্র-কলা-কাঁটালাদি নারিকেল নোনা ।
 চির বেদনার স্মৃতি অমূল্য বেদানা ॥
 মোহন-হালুয়া-ভোগ আর লুচি-পুরি ।
 ভোগের সংঘট্ট যত কহিতে না পারি ॥
 দক্ষিণে রাখিল ধরি সুবাসিত বারি ।
 ভোগের উপরে দিল তুলসী-মুঞ্জরী ॥
 উলুধ্বনি জয় জয় দেয় কুলবতী ।
 ভোজন করয়ে সুখে ত্রিজগত-পতি ॥
 ভকত-বৎসল প্রভু ভকতজীবন ।
 ভকতের সুখ লাগি করয়ে ভোজন ॥
 ভোজন হইল শেষ ভোজন হইল ।
 কমণ্ডলু ভরি আচমন জল দিল ॥
 লবঙ্গ এলাচি আর শুষ্ক হরিতকী ।
 মুখবাস আনি দিল সেবক কোতুকী ॥
 আচমন করি প্রভু আসনে বসিলা ।
 মুহূহাসি মুখবাস গ্রহণ করিলা ॥
 সেবক ব্যঞ্জন করে আনন্দিত মন ।
 প্রেমিক ভকত করে পাদ সন্ধান ॥

বিজলী সঙ্গীত

ভোজনের অবশেষ নাহিকো তুলনা ।

কাঙাল কিরণ তার মাগে এক কণা ॥

(৮)

ভোগ-আরতি

জয় জয় নাম জয় নামী জয় নামদাতা ॥

জয় নামদাতা জয় সদগুরু ধাতা ।

পরম করুণালয় শরণৈক ত্রাতা ॥

যোগমায়া-যুত জয় যোগীজন-গতি ।

নামব্রহ্ম রূপে যাকৌ ঘটে ঘটে স্থিতি ॥

তিনে এক একে তিন ভিন্ন ভেদ নাই ।

পরানবল্লভ জয় জয় শ্রীগোঁসাই ॥

আশ্রিত ভকত করে ভোগ আয়োজন ।

ভকত বৎসল প্রভু প্রসন্ন বদন ॥

যে-চরণ মুনিগণ ধোয়ানে বিরলে ।

সে-চরণ ধোয়াইল সুবাসিত জলে ॥

গেরুয়া-আসন পাতা ভকত হিয়ায় ।

গৈরিক কোপিনধারী বসিলেন তায় ॥

বামে মাতা যোগমায়া চামর ঢুলাওয়ে ।

অনুগত জন যত স্তম্ভল গাওয়ে ॥

সত্ত্ব স্মৃতিসিক্ত কিবা শাল্যন্ন সম্ভার ।

বিবিধ ব্যঞ্জন কত মোহন স্মৃতার ॥

তিক্ত লবণাক্ত অন্ন মধুরাদি রস ।

নানামত ভোগ যত রসাল সরস ॥

বিজলী সঙ্গীত

১১

তুলসীর দলে ভক্ত করে নিবেদন ।
 ঠাকুর করিলা স্নেহে সব আশ্বাদন ॥
 ভোজনের ছলে প্রভু করুণা বিথারে ।
 এমন দয়াল নাই জগত-সংসারে ॥
 ভোজন করিয়া পিয়ে স্নানীতল বারি ।
 মুখবাস দিলা মুখে আচমন সারি ॥
 জয় জয় জয় প্রভু জয়ছ' তৌহারি ।
 জনমে জনমে যেন তৌহে না বিসরি ॥
 ভোজনের অবশেষ নাহিকো তুলনা ।
 কাঙাল কিরণ নাচে পেয়ে এক কণা ॥

(৯)

ভোগ-আরতি

ভজ্ঞ আনন্দ-নন্দন শ্রীঅদ্বৈত-কুলচন্দ্র ॥
 শান্তিপূর-রবি প্রেম-রতি-রস-কন্দ ।
 (জয়, জয়রে জয়রে জয়)
 নিরালস্য যুক্তযোগী নিম্নল নিম্নল ॥
 লটপট জটাজুট শিরে ধরে ফণি ।
 (যেন, শয়ন্তু শ্রী আশুতোষ)
 অসীম করুণাপ্লুত শীতল চাহনি ॥
 উজ্জল হিরণ্য শাশ্ব আবৃত অধরে ।
 (মরি, কে গো সনাতন যোগী)
 আধ-আধ মধুবাণী তাপ-ত্রয় হরে ॥

ললাটে তিলক চাকু চন্দনের বিন্দু ।

(যেন, নব নটবর শ্যাম)

অমিয়-মাধুরীময় প্রেমমুখ-ইন্দু ॥

প্রশান্ত গগনোপম উদার উরসে ।

(কিবা, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম)

দোলে নানাবিধ মালা পরশ-হরষে ॥

গৈরিক কোপিন ডোর-বহির্কাস অঙ্গে ।

(যেন, দ্বিতীয় গোরাঙ্গ তনু)

তায়-দণ্ড আর কৃপা-কমণ্ডলু সঙ্গে ॥

মণ্ডিত দক্ষিণভূজে গৈরিক-কেয়ুর ।

(যেন, নারায়ণ-নরোত্তম)

তুন্দিল বিশাল দেহ জয় শ্রীঠাকুর ॥

গৈরিক আসনোপরি ধ্যানে সমাহিত ।

(যেন, যোগী শ্রীকপিল মুনি)

দক্ষিণে বৃন্দাজী রাজে শাস্ত্র অগণিত ॥

বামে মাতা যোগমায়া নেহারে বদন ।

(ওরে, শক্তি বিনা শিব শব)

স্বচাকু চামরে অঙ্গ করেন ব্যঞ্জন ॥

চৌদিকে ভকত যত স্তম্ভল গাহে ।

(তারা, আনন্দে পাগল-পারা)

করযোড়ে সকাঁতরে মুখ পানে চাহে ॥

সম্মুখে হেরিয়া নানা ভোগ আয়োজন ।

(কত, যতনে রন্ধন করা)

প্রসন্ন শ্রীমুখে প্রভু করেন ভোজন ॥

বিজলী সঙ্গীত

১৩

ক্ষণে স্থির মনে সেবা প্রেমে হেসে-হেসে ।

(তাঁর, হাসিতে অমিয়া ঝরে)

ক্ষণে এলাইয়া পড়ে তাবের আবেশে ॥

নিরখি ভোজন-লীলা ত্রিজগৎ ধন ।

(এষে, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা)

অনুগত কান্দালের ঘুচে' গেল দৈন্ত ॥

সদগুরু অবতীর্ণ ভুবনে রটনা ।

(ওরে, ভবক্ষুধা দূরে গেল)

দীন দরবেশ মাগে ও-প্রসাদ-কণা ॥

(১০)

সাক্ষ্য-আরতি

নাম হি পরম ব্রহ্ম পরমা প্রকৃতি ।

বিশ্ব চরাচর ব্যাপি' নাম কি আরতি ॥

কলি কলুষ-নাশন নাম মকরন্দে ।

পিয় হি পরমানন্দে ভক্ত-অলিবৃন্দে ॥

জয় হ' জটিনাদেব প্রেম অবতার ।

নামব্রহ্ম পূজা যোবা করলু প্রচার ॥

ধূপ-তোয় দীপ-গন্ধ-পুষ্প উপচারে ।

প্রেমিক ভকত যত আরতি আচরে ॥

মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী ঘণ্টা শঙ্খ করতালি ।

মধুর মধুর বাজে নাচে ভক্ত মিলি ॥

ভক্তিমতি কুলধনী দ্যৌঃ উলুধনি ।

জয়রে জয়রে রব চারিভিতে শুনি ॥

সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদি
 ভুবন-পাবন-নাম ধ্যেও নিরবধি ॥
 সনক সনন্দ সনাতন ধ্যান-যোগে ।
 নামব্রহ্ম জপতহি অতি অনুরাগে ॥
 জয় নাম জয় নামী জয় নামদাতা ।
 ত্রিতন্ত্র স্বরূপ জয় কিরণ-বিধাতা ॥

(১১)

সাক্ষ্য-আরতি

অমৃত আরতি জয় শান্তিপূর-রবি ।
 গোলক সম্পদ-শোভা প্রেম-ইন্দু ছবি ॥
 পতিতপাবন নাথ জয় শ্রীগৌসাই ।
 বেকত পূর্বলীলা বলিহারি যাই ॥
 রাধা-ঈশ শুধিবারে বৈছল বিলাস ।
 তিন প্রভু একদেহে তৈছে পরকাশ ॥
 হিরণ্য জলদ-ছটা জটায় উছলে ।
 তারকা-খচিত মাল্য শান্ত বক্ষে দোলে ॥
 আনন্দ-নন্দন জয় পরাণবল্লভ ।
 অনুপম কম-তনু রূপ অভিনব ॥
 বাজত মৃদঙ্গ ঘন মধুর কাঁঝর ।
 ভকত নয়ন-বাহি বহত নিঝর ॥
 গো ঘৃত চন্দন ধূপ কুঙ্কুম আরতি ।
 জয়তি অনিন্দ্যকান্তি সুন্দর মূরতি ॥

বিজলী সঙ্গীত

১৫

চরণে শরণ মাগে দীন দরবেশ ।

এবার ভোগের প্রভু রাখিয়োনা শেষ ॥

(১২)

সাক্ষ্য-আরতি

আরতি আরতি জয়—	দয়াল গৌসাইজী ।
মধুর মাধুরীময়—	দয়াল গৌসাইজী ॥
জটাজুট স্নশোভিত—	দয়াল গৌসাইজী ।
অলকাতিলকার্চিত—	দয়াল গৌসাইজী ॥
গলে দোলে মালা ভাল—	দয়াল গৌসাইজী ।
কৌপিন-বসন-লাল—	দয়াল গৌসাইজী ॥
দণ্ডকমণ্ডলুধারী—	দয়াল গৌসাইজী ।
স্বরনরমনোহারী—	দয়াল গৌসাইজী ॥
শ্রী অষ্টৈত-কুলচন্দ্র—	দয়াল গৌসাইজী ।
আনন্দ-নয়নানন্দ—	দয়াল গৌসাইজী ॥
স্বর্ণময়ীসুত পূত—	দয়াল গৌসাইজী ।
যোগমায়া-জায়া-যুত—	দয়াল গৌসাইজী ॥
যোগপাতা সদগুরু—	দয়াল গৌসাইজী ।
প্রেমদাতা কল্পতরু—	দয়াল গৌসাইজী ॥
পরাণবল্লভ জয়—	দয়াল গৌসাইজী ।
সকল ভুবনময়—	• দয়াল গৌসাইজী ॥

(১৩)

খান্ধাজ-বেহাগ—যৎ

জয় শ্রীবিজয় ।

—বিজয় বিজয় বিজয়—

জয় শ্রীবিজয় ।

—প্রণত-ক্লেশনাশায়—

জয় শ্রীবিজয় ।

—ঠাকুর মঙ্গল ময়—

জয় শ্রীবিজয় ।

কৌষিক-বাস-পরিধেয় ;

মধুর মধুর হাস প্রেম-রসময় ॥

জটাভূট শোভিত, তিলক চর্চিত,

কণ্ঠে মালা বিলম্বিত ।

দণ্ড করোয়াধারী পতিত-আশ্রয় ॥

স্বর্ণময়ী-নন্দন, যোগমায়া-জীবন,

সাধক-সাধন-ধন জয় ।

তনু-মন-প্রাণ-জ্ঞান-জীবন-ময় ॥

জয় লম্বোদর, যুগ-অবতার,

যোগী-জন-জীবন জয় ;

রাভুল চরণে, রাখ হে কিরণে,

নাম-সমাধি-ধ্যানে, কর মধুময় ॥

(১৪)

খান্ধাজ-মিশ্র—একতাল

হৃদয়-নিকুঞ্জমাঝে হের শ্রীবিজয় ।

শ্রীগুরু পরমকৃষ্ণ যুগল-আশ্রয় ॥

বিজলী সঙ্গীত

১৭

যতনে পরাণ কোণে, রাখ তাঁরে সঙ্গোপনে,
 কেহ যেন নাহি জানে নিভৃত-নিলয় ॥
 শ্রীগুরু শমন-ভ্রাতা, প্রভু-সখা-পিতা-মাতা,
 স্বামী সে আরাম-দাতা মঙ্গল-আলয় ॥
 আমি দাস তুমি প্রভু, আমি ক্ষুদ্র তুমি বিভু,
 প্রাণের বল্লভ প্রিয় জয় মধুময় ॥
 তোমার নিখিল বিশ্ব, তুমি গুরু আমি শিষ্য,
 দাও অল্পগত দাস্ত্র নিত্যের আলয় ॥
 কি আর জানাব আমি, সকলি তো জান তুমি,
 এ কিরণ দিন-রাত্রে গাবে তব জয় ॥

(১৫)

কিঁকিট—একতাল্য

জয় জয় জয় জয় শ্রীবিজয়,
 তুমি প্রেমময় মঙ্গল-আলয় ।
 তুমি প্রাণময়, আনন্দ-তনয়,
 তুমি সৎ তুমি সাধক-আশ্রয় ॥
 তুমি পাতকীর জীবনের ধন
 তুমি ভকতের পরম রতন,
 তুমি বৈষ্ণবের ব্রহ্ম-সনাতন,
 মদন-মোহন রাস-রসময় ॥

বিজলী সঙ্গীত

তুমি হে শাক্তের শক্তিস্বরূপিনী,

তুমি হে শৈবের শিব-শূলপাণি,

তুমি গাণপত্য গণপতি মানি,

সৌর সূর্য্যরূপে তোমারে পূজয় ॥

প্রকৃতি পুরুষ সকলি তো তুমি,

সৃজনকারিণী বিশ্ব-বিনাশিনী,

দশদিকে স্তুতি তোমারে বাখানি,

পিতা-মাতা-স্বামী-সখা-ব্রাতা জয় ॥

তুমি হে বিরিক্তি সৃজন-কারণ,

তুমি নারায়ণ জগত-পালন,

তুমি আশুতোষ মর-বিনাশন,

ত্রিগুণ-অতীত তুমি মধুময় ॥

কিশোর-কিশোরী যুগল-রতন,

তুমি প্রাণসখা মঞ্জরীর গণ,

তুমি নদীয়ার শ্রীগৌরানন্দ-ধন,

কিরণ-কিরণ জয় গুরু জয় ॥

(১৬)

কিষ্কিট—একতাল।

সুমধুর তানে বাঁশরীর গানে,

কে যেন ডাকিয়া যায় গো ।

জগতের লোক, ভুলি তাপ-শোক,

দেখিতে তাঁহারে ধায় গো ॥

বিজলী সঙ্গীত

১৯

শুনে আশাবাগী শুভ সয়াচার,
 ঘুচিল জীবের মোহ হাহাকার,
 ত্রিজগতে যত পাপীদের ভার,

সে কেন সাধিয়া নয় গো ॥

কে গো তুমি বসে' হৃদয় মাঝারে,
 কি বলিয়া বল ডাকিব তোমারে,
 তুমি, পুরুষ কি মেয়ে খুঁজিতে গিয়ে,

বিরিক্তি হল তন্নয় গো ॥

কেউ বলে তুমি ভাস্কর-সখিতা,
 কেউ বলে গণপতি-সিদ্ধিদাতা,
 কেউ বলে ঈশ ভোলা-মহেশ,

গিরীশ-মৃত্যুঞ্জয় গো ॥

কেউ বলে তুমি জগৎ-মাতা,
 কেউ বলে হরি অধম-ত্রাতা,
 এ যে, বিষম ফাঁকি বুঝিব বা কি,

কিরণ ভেবে না পায় গো ॥

(১৭)

আলাইয়া—একতাল

তোমার বিভূতি দেব, জীবে কি বুঝিতে পারে ।
 সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদি হারে ॥
 নাম-ব্রহ্ম রূপী তুমি, হে অচ্যুতানন্দ-স্বামী,
 তুমি গোরা দ্বিজমণি, যুগল ব্রজ-বিহারে ॥

তুমি ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম, তুমি ধ্যান তুমি ধর্ম,
 প্রণব না জানে মর্শ্ব, অবুদ্ধ তুমি সংসারে ॥
 প্রবর্ত সাধন সিদ্ধি, শ্রীচরণে সব ঋদ্ধি,
 তুমি বিতা তুমি বুদ্ধি, সাধ্যে সিদ্ধগণ হারে ॥
 স্রজন লালন লয়, অঙ্গুলি হেলনে হয়,
 মহিমার মহাজয় বাজে বিশ্ব-কণ্ঠ-তারে ॥
 তুমি নিত্য তুমি সত্য, তুমি অনিত্য-অসত্য,
 স্বতন্ত্র হে তব তত্ত্ব, নির্লিপ্ত পুরুষাকারে ॥
 হে সচ্চিদানন্দ ধ্বান্ত, তুমি আদ্য-মধ্য-অন্ত,
 গুণাতীত-গুণবন্ত, অপ্রতিম-প্রতিমা রে ॥
 তোমা বই কেহ নাই, তুমি ছাড়া কিছু নাই,
 কিরণে চরণে ঠাই দিলা ধন্য অবতারে ॥

(১৮)

আনাইয়া—একতাল

তুমি ব্রহ্ম তুমি হরি তুমি গুরু প্রাণময় ।
 জন্ম-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু, তুমি মঙ্গল-আলয় ॥
 তুমি হে পরম-জ্যোতি, যোগমায়া-প্রাণপতি,
 তুমি স্বর্ণময়ী-স্বত, স্বর্ণমৌলি মধুময় ॥
 এ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড তুমি, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
 শ্রীঅদ্বৈত-কুলরবি, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ॥
 তুমি পিতা তুমি মাতা, পরাণে রয়েছ গাঁথা,
 তুমি কিরণের ত্রাণ, তুমি তুমি তুমি জয় ॥

বিজলী সঙ্গীত

২১

(১৯)

সাহানা—ঝাঁপ

শুন হে আহ্বান-গান পরাণের কোণে ।

চল চল ছুটে চল, শান্তি-নিকেতনে ॥

কোটি রবি-শশী-তারা, আকাশে আপন-হারা,

অনন্ত প্রেমের ধারা, বরে সঙ্গোপনে ॥

বসন্তে কুসুমের পিকে, মাতাইয়া দশ-দিকে,

ধ্বনিছে মঙ্গল-গাথা আনন্দিত মনে ;

কে এলো কে এলো বলি, প্রকৃতি পড়িল ঢলি,

তুমি কেন রে কিরণ, বসিয়া বিমনে ॥

(২০)

বাউলের স্বর—ঝুলন

বল, কি অভাবে কাহার ভাবে, গৌরাঙ্গ চাঁদ নদেয় এলো ।

সঙ্গে, কারা দুজন প্রেমিক স্নজন, ভাবে হৃদি ঢল-ঢল ॥

সে যে, সোণা-কাঁচা জগৎ-বাছা, কেন ডোর-কোপিন পরিল ।

বল, কিসের স্বাদে মনের খেদে, আবার নদে' ছেড়ে গেল ॥

কেন, ফাঁকি দিয়ে লুকাইয়ে, আবার দেখা দিতে হলো ।

বল, কোন্ সাধনায় কিসের ব্যথায়, তিনরূপে এক রূপ মিলিল ॥

দীন, কাঙাল বেশে দেশে দেশে, কি আপশোষে যুগ্মতে হলো ।

কেন, আ-চণ্ডালে নাম বিলালে, কিসের দায়ে ঠেকা ছিল ॥

ওগো, এমন রূপে চুপে চুপে, গোপন ভাবে এলো-গেলো ।

হৃৎখী, কিরণ চাঁদে কেঁদে কেঁদে, এই খেদে পাগল হলো ॥

২২

বিজলী সঙ্গীত

(২১)

জয়জয়ন্তি—একতারা

এসেছে দয়াল আপনি এবার,

কলির জীবের ভাবনা নাই ।

পাপী তাপী তোরা আয় আয় ত্বর,

চল সবে মোরা তাঁর কাছে বাই ॥

দয়াল ঠাকুর করিবে দয়া, ছুটে যাবে নেশা মমতা-মায়া,

যুচিবে বাসনা মিটিবে কামনা, রবে না যাতনা আয় রে আয় ।

তরাইতে যত অধম-পাতকী, অবতীর্ণ ভবে সে কথা জান কি,

দুখী-তাপী কেহ রবে না তো বাকী, ভেবনা কিরণ ভেবনা রে ভাই ।

(২২)

বাউলের স্বর—ঝুলন

গোঁসাই, বিজয়-চরণ, তাপ নিবারণ, ভাব রে মন দিবানিশি ।

ভাবিলে, ভাবনা যাবে, ভাব খুলিবে, ভাব্য-ভাবে মিশামিশি ॥

যে পদে, নির্ঝিবাদে মনের সাধে, ধ্যান ধরে যোগী-ঋষি ।

সে চরণ, কররে সার, কি ভাব আর, শিয়রে তোর শমন বসি ॥

করিলেন, প্রেম আশ্বাদন গউর-বরণ, জীব রহিল উপবাসী ।

এবার তাই, পাপীর ভাগে, স্নিগ্ধ রাগে, জাগিল রে নব-শশী ॥

পূর্ণ, প্রেম-অবতার কে আছে আর, বিনা আমার হিয়ার শশী ।

ওই ছাখ্, আ-চণ্ডালে, চরণ-তলে লুটায় কত কাঁদি-হাসি ॥

পাগল, কিরণ যাবে, চল্বে সবে, প্রাণের আধার গেল খসি ।

যুটিল, মোহের বিকার তাপ-হাঁহাকার, যরে যরে ফুটলো হাসি ॥

বিজলী সঙ্গীত

২৩

(২৩)

কীৰ্ত্তন ভাঙা—একতাল

হরিনাম কি স্তমধুর রে ভাই ।

নামে, পাষণ গলে মরা চলে, অকূলে কূল দেখতে পাই ॥

নামে আঁধার যায় টুটে, প্রেমের বিজলী ফুটে,

নবালোকে পরাণ মাতে নামেরি ঠাটে ।

নামে, যমকে যেন যমে ধরে, মানে না তো ডাক দোহাই ॥

নামটি বলতে স্তমধুর, মনের ময়লা হয় রে দূর,

অহঙ্কারে মত্ত চিত্ত-দৰ্প করে চূর ।

তখন চরণতলে পড়ে চলে, জাতি-কুলের বিচার নাই ॥

যত মনেরই গরল, নামে দূরে যায় সকল,

ভবনদী পাড়িতে নাম একান্ত সঞ্চল ।

ভাইরে, ছেড়ে ছলা নামের মালা গলায় দিয়ে চল বাই ॥

ঐ নাম গোপনে ছিল, নদেয় যদি বা এলো,

জীবের ভাগ্যে হলোনা রে, কাঁদতে দিন গেল ।

তাই যোগীর বেশে আবার এসে চরণ তলে দিলা ঠাই ॥

পাগল কিরণ চাঁদে, এবার পড়লো রে ফাঁদে,

কেন এল কি করিল, মরি যে কেঁদে ।

ঐ ছাখ্, নবীন গোরা পড়লো ধরা, আর পারের ভাবনা নাই ॥

(২৪)

কীৰ্ত্তন ভাঙা—একতাল

পারের তরী লেগেছে তীরে ।

ভাইরে, কাতর প্রাণে করুণ স্বনে ডাকলে গোসাই পার করে ॥

তরীর অন্ত্রপম শোভা, সাধকের মনলোভা,
 বামুন চামার নাই রে বিচার, জ্ঞানী কি হাবা ।
 বাকী কেউ রবেনা, বাদ বাবেনা, মধুর এই অবতারে ॥
 থাকুক বিষয়-বাসনা, থাকুক পাপের কালিমা,
 সকল গরল হবে সরল, এমনি মহিমা ।
 এবার, সবাই সাচা, নাইরে বাছা, কেউ রবেনা আধারে ॥
 তরাইতে সঙ্কটে, তরী লেগেছে ঘাটে,
 ত্রিতাপ-তারণ গৌসাই চরণ, ধর রে এঁটে ।
 ওরে, বর্জ্জন-হীন এমন সুদিন, নাই কোনো অবতারে ॥
 ঘুচলো আসক্তির খেলা, ভাঙলো মমতার মেলা,
 ছুটলো নেশা কাঁদা-হাসা, বাসনার দোলা ।
 ঐ ছাখ্ গৌসাই এলো ত্রিতাপ গেল, আনন্দ ঘরে ঘরে ॥
 পাগল কিরণ চাঁদে কয়, আর নাই রে কোনো ভয়,
 পুরব যুগে আমার ভাগে সবাই পরাজয় ।
 তাই দিগ্বিজয়ী বিজয় এলো তরাতে এ পামরে ॥

(২৫)

কীর্তন ভাঙা—একতাল

ভবে আর এমন দয়াল নাই ;

হরি হরি বল সবে ভাই ।

ও মন, বল হরি, পরিহরি কুল-শীলের ছাই বড়াই ॥

পিয়ে হরির নাম সুখা, ভবে নিবারো সুখা,

নাম-সাগরে ডুবে থাক 'ভুলে' বসুখা ।

ছেড়ে, মান অপমান হও সমাধান, প্রেমানন্দে নাচ ভাই ॥

বিজলী সঙ্গীত

২৫

হরি বার হৃদয় ধন, ভবে ধন্য রে সেই জন,
 কাজ কি গো তার জপের মালা সাধন আর ভজন ।
 সে যে, বিভোর হয়ে সুখা পিয়ে, আনন্দের আর সীমা নাই ॥
 সঙ্গ সান্দ্রপান্দ্রগণ; ঐ ছাখ্ বিজলী-বরণ,
 অঘাচকে বেচে দিল অনর্পিত ধন ।
 তোরা, আয় কে আছ দুখী-তাপী, ডাকিছে দয়াল গৌসাই ॥
 কেঁদে বলিছে কিরণ, তুমি শুন ওরে মন,
 এই বেলা যাও ভবের ঘাটে ধর গে' চরণ ।
 তোর কিসের শঙ্কা মার ডঙ্কা, শমনের আর নাই বালাই ॥

(২৬)

বাউলের সুর—খয়রা

আয় গো তোরা কে কে বাবি আয় ।
 গৌসাই আমার দয়াল বড়, কারো মানা নাই তথায় ॥
 ভুলে' জাতির বিচার, পর-আপনার, উঠ'রে গিয়ে গৌসায়ের নায় ।
 যদি বিনা মূলে বাবি পারে, বিকায়ে যাও সে রাঙা পায় ॥
 ছেড়ে গোলামগিরি, প্রেমের ডুরি বেঁধে রাখ আপন হিয়ায় ।
 গৌসাই আপ'নি এসে ধরা দিবে, পার করিবে দেল-দরিয়ায় ॥
 দেখ অন্ধ-আতুর, প্রেমে আকুল, গৌসাইর বাতাস লেগেছে গায় ।
 ওরে কাঙাল কিরণ পেয়েছ ধন, শমন কি আর নাগাল পায় ॥

(২৭)

কীর্তন-ভাঙা—একতারা

সে যে আমার যোগমায়া মাই ।

ওরে, মায়ের মত মা পেয়েছি, এবার আর ভাবনা নাই ॥

আমার কাজ কি সাধনে, শ্রবণ-মননে ধ্যানে,

ভুক্তি-মুক্তি সকল বুক্তি মায়ের চরণে ।

যে জন, অভয় চরণ লয় রে শরণ, তার কি সাধন আরো চাই ॥

কাজ কি ধরম-গহনে, মুখর করম করণে,

মরম-দেশে জ্ঞানের বিবে পুষে' যতনে ।

তুমি, সহজ হয়ে সকল সয়ে, মা মা বলে নাচ ভাই ॥

মায়ের অশেষ মহিমা, অতুল গুণ-গরিমা,

সেই মজিল, যে না পেল সে রূপের সীমা ।

মধুর, রূপের মাঝে কি যে আছে, এমন রূপ আর দেখি নাই ॥

বড় দয়াময়ী মা, এমন দয়া দেখি না,

বল্বো কি ভাই, যখন যা' চাই, তখনই পাই তা' ।

মায়ের, ভাবের ভাবে আছি ডুবে', আর কোনো অভাব নাই ॥

মা মোর যোগের জননী, যোগীরাজের ঘরনী,

অজপ-যাগে যে জন জাগে, সে পায় তরনী ।

কিরণ অবোধ ছেলে, নে' মা কোলে, তুই দিলে মিলে গোঁসাই ॥

(২৮)

রামশ্রসাদী—একতারা

মন রে সদা বল হরি ।

বাতে মিলবে রে তোর পারের তরী ॥

বিজলী সঙ্গীত

২৭

পঞ্চ ভূতের দেহ তব, পাঁচ ভূতেতে লবে হরি ।
 তখন আপন জনা কেউ রবেনা, ফাঁকির ঘোরে যাবে পড়ি ॥
 হরিনাম মহামন্ত্র, গোঁসাই দিল জগত ভরি ।
 ও মন, এই বেলা নে আর পাবিনে, এ যে রে তোার পারের কড়ি ॥
 সিদ্ধি-সাধন গুরুর চরণ, গুরু কিশোর-কিশোরী ;
 পাগল কিরণ চাঁদে বলে কেঁদে, কবে লুটবো চরণ 'পরি ॥

—

(২৯)

লুমখাষাজ—৫৭

ঠাকুর, তব শরণ লইব ।

দূর কর মম মানস-সংশয়, তব দেখা তবে পাইব ॥
 পাপ-মোহ-ঘোর ভাঙিয়া ফেলিতে তব শুভ নাম জপিব ।
 স্নেহে দুখে আমি রহিব অটল, গুণ-গুণি গুণ গাহিব ॥
 বাহু পশারিয়া দিব সবে কোল, জাতির বিচার ভুলিব ।
 মিলিয়া কিরণে তোমার মহিমা, গাঁব আর স্নেহে নাচিব ॥

—

(৩০)

স্বরট-মল্লার—একতারা

ঠাকুর, বিষময় এ সংসার ।

কতকাল রব, এত জালা সব,

যুচাও হে হাহাকার ॥

বিজলী সঙ্গীত

আর মায়া-মোহ ভাল তো লাগে না,
 আর এ যাতনা সহে না সহে না,
 আর কেন মোরে করিছ ছলনা,
 ভব নদী কর পার ॥

স্বতীৰ-বৈরাগ্য দাও প্রাণে মোর,
 ছিঁড়ে ফেল বৃথা-আসক্তির ডোর,
 নাম-সুখা পানে হই যেন ভোর,
 নাম-মালা কর্তৃহার ॥

লও কেড়ে লও বিষয়ের চিন্,
 দাও দাও মোরে কবোয়া কোপিন,
 দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা, মুড়াইয়া মাথা,
 ব্রজধামে কর পার ॥

এ কামনা মোর কবে বা পূরিবে,
 এ বাসনা মোর কবে বা মিটিবে,
 এ কিরণ কবে তব দাস হবে,
 সন্ন্যাস করিবে সার ॥

—

(৩১)

রামপ্রসাদী—একতাল

গুরু কেমন চিন্লে না মন ।
 তবে কেমনে সাধিবে সাধন ॥

সাধন-মূলে গুরু-কৃপা, না হলে' তো হয় না কখন ।
 গুরু-ব্রহ্ম গুরু-সত্য, চিন্ত চিন্ত গুরুর চরণ ॥

বিজলী সঙ্গীত

২২

নৈষ্ঠিক হইয়া ভজ সদ-গুরু অমূল্য ধন ।
 ব্রহ্ম-গুরু কল্পতরু, ভক্তি-মুক্তি তাঁর শ্রীচরণ ॥
 গুরু-সেবা মহা-কর্ম, সেই সে মোক্ষ লাভের কারণ ।
 জ্ঞানালোকে হৃদয় মাঝে, কর মোহন রূপ দরশন ॥
 প্রাণের মাঝে বাঁশী বাজে, দ্বিভুজ মুরলী-মোহন ।
 সে রূপ শ্রীগুরুরূপ, তব্ব জেনে কর সাধন ॥
 কিরণ চাঁদে বলে কেঁদে, কবে হবে রূপ দরশন ।
 ছেড়ে গৃহ-ধর্মের বিরজার হোমে, শিখা-সূত্র করুব ভঙ্গন ॥

(৩২)

বাউলের সুর—একতাল

পরমারাধ্য সেই সে একজনা ;
 তাঁরে, চিনেও কেউ চেনে না । (তাঁরে, কেউ চেনে কেউ চেনেনা) ।
 তাঁর, সাধ্য-সাধন নাই নিরূপণ রে,—
 তাঁরে, ভজন-গুণে মিলেনা ॥
 (তাঁরে কোনো গুণে মিলে না) (তাঁর রূপা নৈলে মিলেনা) ॥
 তাঁর, ধাম জানিনা নামটি শ্রীগুরু ;
 তাঁর, জাতি-বরণ ধরণ করণ অতি সূচাক,
 কামনা কল্পতরু ।
 বার, হিয়ার মাঝে সে বিরাজে রে,—
 কেবল, সে পায় ধামের ঠিকানা ॥
 সম্বন্ধটি বৃক্ষ আর লতা ;
 তাঁরে, আঁকড়ে ধরে থাকরে পড়ে, ছাড় স্বতন্ত্রতা,
 ঘুচিবে মরমের ব্যথা ।

৩০

বিজলী সঙ্গীত

যত, ভার-ঝোঝা আর ঝোঝা-খোঁজা রে,—

তুমি, সোজা ঝেড়ে ফেল-না ॥

জলের তলে যেমন ধারা মীন ;

আপন মনে গাঙের সনে খেলছে নিশিদিন,

নয়নে পলক বিহীন ।

তুমি তেমনি তর নিরিখ ধর রে,—

ছাড়, বিকল যজ্ঞন-বাজনা ॥

পরশমণি ছুঁয়ে হও সোনা ;

তুমি, অজপ-বাগে অনুরাগে জাগাও চেতনা,

নাম-রূপে রাখ নিশানা ।

সদা, ভাবের ভাবে থাকনা ডুবে রে,—

কোনো, অভাব-স্বভাব রবেনা ॥

দরবেশের ঐ বেহুঁশ-মাতাল মন ;

কর, তাঁর চরণ আর তোমার পরাণ এক-তারে বন্ধন,

নদী আর সমুদ্র যেমন ।

তোর, দেহ-মন-প্রাণ সঁপিয়া রে,—

তুমি, যাওরে বহে' একটানা ॥

(৩৩)

রামপ্রসাদী—একতারা

পুড়ে' মলেম বিষয়-বিষে ।

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে ॥

গোঁসাই দত্ত সাধন সত্য, সাধ্লেম না তো রিপূর বশে ।

যত, বুখা মর্কট-বৈরাগ্য-শঠ, ভুলালো রে করম দোষে ॥

বিজলী সঙ্গীত

৩১

কামে মত্ত ভুলে তব, দিন গেল রে রতি-রসে ।
 কবে, বিষয় ছেড়ে কোঁপিন পরে', ঘর ত্যজিব দণ্ডী-বেশে ॥
 বলে কিরণ, সাধনের ধন, সাধ রে মন স্বাসে-স্বাসে ।
 যদি রূপ হেরিবে, স্বরূপ পাবে, সখী হবে রসের রাসে ॥

(৩৪)

বাউলের হর-খয়রা

না দেখিলে প্রাণ তো বাঁচে না ।
 গুণ শুনে মন হয়েছে পাগল, আর তো মানা মানে না ।
 আমার, নাই যে প্রাণে প্রেমাত্মরাগ, নাই কো কোনো সাধনা ।
 —অধম-পতিত আমি—
 তবে কেমন করে' ধরবো তাঁরে, রাখবো প্রাণে তাই বল না ॥
 —কিসে তাঁরে পাব—
 বিনা অহুরাগে যোগে-যোগে, পায়না তো কেউ তাঁর ঠিকানা ।
 —সে যে গো অমূল্য-রতন—
 সে যে অধর ধরা, দেয় না ধরা, ভেবে সারা কত জনা ॥
 —তাঁরে ধরবে বলে'—
 সেধে গুপ্ত-হিয়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়, জানতে তাঁরে হয় বাসনা ।
 —তাঁর সে রূপে নিরিখ ধরে'—
 কত বাধা আসে কাছে যেঁসে, পাই না দিশে ঠিক-ঠিকানা ॥
 —মিছে ঘুরে মরি—
 ছেড়ে খুঁটিনাটি ময়লা-মাটি, খাঁটি-প্রাণে তাঁয় ভাব না ।
 —প্রেম-রতি-রসে নেহার কর—'

ছাড় সাধন-ভজন, পাগল কিরণ, সাধনে সে ধন মিলে না ॥

—অসাধনের নিধি—

(৩৫)

বেহাগ—আড়া

গভীর রজনী ভবে খেলে নীরবতা ।

নিদ্রিত মানব যত কহেনা তো কথা ॥

ত্রিভুগতে যত জন, সবে যুগে অচেতন,

এ সময়ে জাগ মন, গাও সেই গাথা ॥

আকাশে চাঁদিমা-জ্যোতি, গাহিছে মহিমা গীতি,

হাসিছে তারকা-বালা, কিবা মধুরতা ।

এ মহা স্নেহের বেলা, খেল সেই প্রেম-খেলা,

ভুলে' যাও পাপ-তাপ সংসারের ব্যথা ॥

কর তাঁর নাম গান, সে প্রেমে মাতাও প্রাণ,

ধেয়ানে ধর রে ধ্যান, স্মর উদারতা ।

তিনি অমৃতের সিদ্ধ, কিরণ-হৃদয়-বন্ধু,

পরাণ ভরিয়া গাও সে মঙ্গল-গাথা ॥

(৩৬)

খটু—ষৎ

ধর্ম্য ধর্ম্য কর মন, এ ধর্ম্যে না পাবে তাঁরে ।

ছাড়িয়া সকল ধর্ম্য, বল হরেকৃষ্ণ হরে ॥

মর্কট-বৈরাগ্য-বাজি, বৃথা কথা নিন্দা ত্যজি,

দেখ তাঁরে দেখ খুঁজি, কাজ কি বহিরাচারে ॥

বিজলী সঙ্গীত

৩৩

গুরুপদ কোকনদ, তরিতে হুস্তর-হুদ,
অজ্ঞপা সাধন সাধ, রে কিরণ কি কর রে ॥

(৩৭)

ইমন-জংলা—হুর ফাঁক

বিষয়-বাসনা-রসে দাও রে আগুন জ্বলে ।
মূল্যধারে সহস্রারে হের তারে সর্ব দলে ॥
কত কাল হেন সাজে, পাপের পুরীষ মাঝে,
জড়াইয়া রবে তুমি সেই প্রেমময়ে ভুলে ॥
নির্লিপ্ত সংসারী তিনি, অসাধন-চিন্তামণি,
উদাসী সর্বস্ব-ত্যাগী, হের হৃদয়-কমলে ॥
আমরা সবে তাঁহার, স্নত-স্নতা-পরিবার,
সঙ্গী-মিত্র-দাস-দাসী, সংসারী তাঁহার বলে ॥
তিনি ছাড়া এ সংসার, বিষময় কারাগার,
গোপনের ধন তিনি, ভজ তাঁরে আঁখি জলে ॥
রে কিরণ ভেবনাকো, প্রেম-আঁখি মেলি দেখ,
যতনে মরমে রাখ, চরণে পরাণ ঢেলে ॥

(৩৮)

কীর্তন-ভাঙা—খেমটা

অনুগত হও না রে জন ।

মনের সাথে কেঁদে কেঁদে, লুটাও জীবন, পাবি চরণ ॥

প্রেমে হয়ে বৈরাগী, তাঁরে লয়ে থাক জাগি,
 নিরিখ ধরে' থাক-না পড়ে', ফুরায়ে যাবে সাধন-ভজন ।
 অজপ-বাগে অনুরাগে সাধরে পাগল কিরণ ॥

(৩৯)

বাউলের স্বর—ঝুলন

সাধনা কথার কথা নয় ।

নামের সনে স্বরূপ মিশে বেহঁসে ডুবে যেতে হয় ॥
 বাঁধা তুই মায়া-মোহে, আসক্তির গুপ্ত গৃহে,
 কেমনে মিল্‌বি দৌহে, পথে তোর বিষম বাধা-ভয় ।
 ছেড়ে আমি আমার, এই অহঙ্কার, হও রে তন্ময় ॥
 বিষয়ে বিষ পোরা, ধন-জন মায়ার গোড়া,
 বুঝে নে' ভবের ধারা, ওরে মন কেহ কারো নয় ।
 তবে কিসের লোভে রইলি ডুবে মনরে ছরাশয় ॥
 ভেবে ছাখ্ মুদলে আঁখি, ভবের গোল সকল ফাঁকি,
 আয় তবে তাঁরে ডাকি, দিবে সে রাতুল পদাশ্রয় ।
 ওরে, তাঁহার ভাবে ডুব্‌লে হবে ত্রিতাপ-জ্বালা ক্ষয় ॥
 শান্তিপুৰ অবতারে, ঠাকুর মোর জগৎ তারে,
 সকলের ঘরে ঘরে, গাহে রে হরিনামের জয় ।
 কত অধম পাপী উদ্ধারিল, গৌসাই দিগ্বিজয় ॥
 পাগল কিরণের বাণী, তিনি যে চিন্তামণি,
 প্রেমদাতার শিরোমণি, প্রেম দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড সিঞ্চয় ।
 ওরে অজপ-বাগে থাকিলে জেগে, আপ্নি দয়া হয় ॥

বিজলী সঙ্গীত

৩৫

(৪০)

মূলতান—একতাল।

ছেড়ে খুঁটি-নাটি, হও মন খাটি,

বত মলা-মাটি ধুইয়া ফেল।

হৃদয়ের মাঝে প্রেমের সরোজে,

মানুষ বিরাজে কেন রে ভুল ॥

সে চির-রতনে, পরাণের কোণে

বাঁধি সবতনে হও বিহ্বল।

ঘুচে যাবে জালা, পাবে ভবে ভেলা,

নব অবতারে সকলি ভাল ॥

গোপনের ধন, বুকে রাখ মন,

তাপিত জীবন হবে শীতল।

অবোধ কিরণ, হারায়োনা ধন,

হারালে কাঁদিতে হবে কেবল ॥

(৪১)

আলাইয়া—একতাল।

হরি নাম কর মন, দিন তো বয়ে যায় রে।

অজপ-মাগে থাক জেগে, মিলবে রতন তায় রে ॥

নামে হলে' একান্ত মন, তবে গুরু করবে গ্রহণ,

স্বরূপে দিবে দরশন, চরণ হবে সহায় রে ॥

আশ্রয় মিলিবে যবে, ত্রিতাপ জালা যাবে তবে,

সেবা অধিকার হবে, ঘটবে রূপের দায় রে ॥

বিজলী সঙ্গীত

বদি চাও নিত্য দেহ, গুরু-চরণ ধরে' রহ,
 অন্তরে জাগাও বিরহ, সর্ব সিদ্ধি তার রে ॥
 কিরণ চাঁদে কেঁদে বলে, নামের মালা পর গলে,
 চরণে দাও প্রাণ ঢেলে, প্রাপ্তির এই উপায় রে ॥

(৪২)

মনোহরসাই—লোক।

দরিয়ার উজান-শ্রোতে দেল-তরঙ্গী বাও রে বেয়ে ।
 তুমি দোমে দোমে প্রাণায়ামে, গাও রে সারি রসিক নেয়ে ॥
 দিয়ে অহুরাগের বাদাম, নেশায় মেতে কর আরাম,
 নেহারো সে ছদ্মবেশীর ত্রিভঙ্গ-ঠাম ।
 ঐ ঠাখ্, কৃপার জোয়ার ভাসায় কিনার, স্নযোগ যেন যায় না বয়ে ॥
 শুন রে অবোধ কিরণ, সাধ অজপা-সাধন,
 দরিয়ার দরদী সে রাখ স্মরণ ।
 নৈলে, প্রেমের ভরা বাবে মারা, শমন বাবে বেঁধে লয়ে ॥

(৪৩)

মুলতান—আড়া

কি দিয়ে পূজিব বল, ওগো পরাণের স্বামি !
 তুমি তো সকলি জান, সর্বজ্ঞ অন্তর-বাসী ॥
 তুমি দেব শুদ্ধ-বুদ্ধ, আমি পাপী মায়াবদ্ধ,
 তুমি অগম্য-অপার, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র আমি ॥
 শুন যোগমায়া-নাথ, মম মনে বড় সাধ,
 দিয়ে রিপু বলি হব সাধু-পথে অগ্রগামী ॥

বিজলী সঙ্গীত

৩৭

তুমি নাথ নব-ধন, আমি যে তুমিত জন,
 বরিষ প্রেমের ধারা, পিয়াসী চাতক আমি ॥
 তুমি হে চাঁদের স্নেহা, মিটাও চকোর ক্ষুধা,
 দাঁড়ায়ে ভিখারী দ্বারে, বিমুখ হয়োনা স্বামী !
 শীতল চরণ আগে, কিরণ শরণ মাগে,
 তুমি তার হৃদে জাগ অবিশ্রান্ত দিন-রাত্রী ॥

(৪৪)

মিশ্র বেলাওল—রাঁপ
 খোল হে তোমার দ্বার, দয়ালের অবতার,
 দাঁড়াইয়া পথ-হারা পথিক তোমার দ্বারে !
 শোকে তাপে জর-জর' পাগ-ভারে মত্তর,
 লইয়া বিশাল বোঝা আর না চলিতে পারে ॥
 গিয়েছিল পথ ভুলে', কি জানি কোথায় চলে',
 আজি বুঝিয়াছে ভুল, ভাসিছে নয়নাসারে ।
 তাই বড় আশা করি, দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি,
 অরুণ-কিরণে ঢাল তরুণ আলোক তারে ॥

(৪৫)

ঝাঁঝিট—মধ্যমান
 শান্তিপূরের সান্নিধ্য তুমি, আমি শ্রান্ত ক্লান্ত তোমার দ্বারে ।
 নামাও নামাও বোঝা, ডাকি প্রভু বারেবারে ॥
 ভুলিয়া শান্তির পথ, বিপথে চালায়ে রথ,
 দিবসের শেষে আমি ডুবে গেছ কী আধারে ॥

বিজলী সঙ্গীত

৩৯

পাষণ সমান আমার পরাণ, তুমি প্রাণারাম দয়ার নিধান,
 প্রেমরস দিয়ে সিক্ত কর প্রাণ, শুক ক্ষেত্রে সিদ্ধ বারি হে ॥
 পাপ-পথে আমি আর নাহি বাব, চিরতরে তব দাস হয়ে রব,
 তব নাম-গান প্রাণভরে গাব, কিরণ-তারণ হরি হে ॥

(৪৭)

বাউলের হর—একতাল।

ওগো, পাপের আঁধার ঘিরি চারিধার, একা একা মরি ডরে ।
 কোথা, বিজলী-বরণ, ছাইয়া গগন, দাও পথ আলো করে ॥
 এসে ভবের মাঝে, কেবল বৃথা কাজে,
 আমার, দিন ফুরালো, আঁধার এলো, ভীষণ প্রান্তরে ॥
 মায়া-মোহের পাকে, আছি নেশার ঝোঁকে,
 আমার, হয়না মনে, তোমা ধনে, ক্ষণেক কালের তরে ॥
 বড়-রিপুর বশে, বদ্ধ অষ্ট-পাশে,
 বল, কি করিব, কোথায় যাব, ভেবে নয়ন বারে ॥
 কামিনী-কাঞ্চনে, আছি মুগ্ধ মনে,
 করে', বৃথা খেলা, গেল বেলা, মেতে স্রব-সরে ॥
 শুনেছি শ্রবণে, তারো পাপীজনে,
 শুনে, আশার বাণী, তাই তো আমি ডাকি সকাতরে ॥
 হেরিয়া তরঙ্গ, হয়েছে আতঙ্ক,
 আমার, রক্ষা কর, রক্ষা কর, লও গো হাতে ধরে' ॥
 তুমি দয়াল ঠাকুর, কর বাতনা দূর,
 কিরণ, মনের দোষে, বেড়ায় ভেসে অকূল সাগরে ॥

বিজলী সঙ্গীত

(৪৮)

মূলতান—আড়া

আর কত কাঁদাইবে তাপিত এ দীন-হীনে ।
 বিফল জনম মম তব স্নেহ-কৃপা বিনে ॥
 সত্য মহাপাপী আমি, অবিখ্যাসী নিয়গামী,
 তবু তুমি মোর স্বামী, এ বড় ভরসা মনে ॥
 কত জনে তোমা পেল আনন্দে তরিয়া গেল,
 আমি কি পাবনা বল, তব রাতুল চরণে ॥
 পূর্ণ কবে হবে সাধ, করিবে হে আত্মসাৎ,
 প্রাণের ঠাকুর নাথ, কর করুণা কিরণে ॥

(৪৯)

বেহাগ—একতাল

আমি এসেছি একা ।
 এ জগৎ মাঝে, কে আমার আছে,
 দয়া করে' মোরে দিবে কি দেখা ॥
 দারুণ বিবাদে এ হৃদয় কাঁদে,
 মুছায়ে নয়ন কেহ তো না সাধে,
 কেহ বুঝিলনা হৃদয় যাতনা,
 এ বেদনা আর যায়না রাখা ॥
 কেহ নাই মোর এ তিন সংসারে,
 আমার বলিয়া ডাকিব কাহারে,
 কে বুঝে বেদনা করিবে সাধনা,
 কবে মধুবাণী মমতা-মাথা ॥

বিজলী সঙ্গীত

৪১

একা আসিয়াছি একা যেতে হবে,
 কেহ কি আমার ব্যথা না বুঝিবে,
 হৃদয়ের থরে চিরদিন তরে,
 থাকিবে কি প্রাণে গোপনে ঢাকা ॥
 কোথা দয়াময় প্রাণের ঠাকুর,
 মম হৃদয়ের জ্বালা কর দূর,
 ছিন্ন কর ডোর, অহং কর চূর,
 হংস রূপে এস কিরণ-সখা ॥

(৫০)

শৈশবী—একতারা

গুরু গো, শেষে এই ছিল তব মনে ।
 তোমার স্বরূপ প্রেম-রস-কুপ,
 বঞ্চিত হইলু সে রূপ দর্শনে ॥
 মনে বড় আশা ছিল গো আমার,
 জীবনে মরণে হবে নাম সার,
 জগৎ-জ্ঞানারে জানাব এবার,
 তব শিষ্য কেমন খ্যাতি ভুবনে ॥
 তব আশীর্বাদ যত্নে শিরে ধরি,
 করুণার গান গাব ভব ভরি,
 কোন্ অপরাধে আশা পরিহারি,
 নরকের পথে যাই দিনে-দিনে ॥

কি করিতে এসে এ ভব-সংসারে,

কি করিহু হায় ভুলিয়া তোমারে,

টেনে নিয়ে যায় মায়া-কারাগারে,

এত টান আমি সহিব কেমনে ॥

সাধন-ভজন কেমন জানি না,

তাই কি গো তুমি হৃদয়ে আসনা,

এ কেমন রীতি আমি তো বুঝি না,

তুমিও বিমুখ হও অবতনে ॥

সংসারের বত সবে বহ্ন চায়,

অবতনে সব দূরে চলে' যায়,

নহ নহ তুমি মানবের প্রায়,

তবে কেন মোর এত জালা মনে ॥

পরমেশ-গুরু পরম-সাধনা,

পেরেও তো মোর কিছুই হ'লোনা,

এ দুর্দশা কি গো আর ঘুচিবে না,

দাও দাও শান্তি অভাগা কিরণে ॥

(৫১)

হরট মল্লার—রাঁপ

ঠাকুর, তোমা বিনে দিন তো আমার চলে না ।

• দিন তো চলে না, মন তো মানে না ;—

তোমায়, ধরব্ বলে' আশা ছিল, এবার ধরা দিলে না ॥

আমি, ছিলাম পড়ে' অন্ধকারে, দিন বেত হাহাকারে,
 কেন তুলে দয়া করে', এ ভাব তোমার বুঝি না ।
 দয়া যদি করেছিলে, কেন আবার দূরে গেলে,
 চেনা পথ হারিয়ে ফেলে, এখন কেঁদে বাঁচি না ॥

আমার, মনে ছিল বড় আশা, তোমায় দিব ভালবাসা,
 সে আশা মিছে দুঃশা, তোমাতে প্রাণ গেল না ।
 একূল-ওকূল দুকূল গেল, সাধন-ভজন না হইল,
 এখন কি করিব বল, আর তো জালা সহে না ॥

তুমি, বলেছিলে যে সব কথা, আছে আমার হৃদে গাঁথা,
 বলতে নারি প্রাণের ব্যথা, বদনে যে ফুটে না ।
 ভাবি যাব তোমার কাছে, কিন্তু শত বাধা পাছে,
 পথে রিপু ফাঁদ পেতেছে, ধরলে তো আর ছাড়ে না ॥

তুমি, জান যদি আমার হৃদয়, তবে হে কেন নিরদয়,
 এত জালা প্রাণে কি সয়, জালায় জালায় বাঁচি না ।
 আর কত কঁাদাবে মোরে, উঠাও এবার কেশে ধরে',
 কান্দাল কিরণ কেঁদে মরে, তবু দয়া হবে না ॥

(৫২)

লুম-ঝিঁঝিট—পোস্ত

অসার সংসারে মজে' তোমারে ভুলিয়া থাকি ।
 মোহ-আবরণ ছিঁড়ে খুলে' দাও জ্ঞান-আঁখি ॥
 করুণার অবতার, তুমি প্রেম-পটরাবার,
 আমি অতি দুঃচার, জাননা কি জাননা কি ॥

চলিয়াছি পথ ভুলে', লহ মোরে লহ তুলে',
 শীতল চরণ-যুগ দাও দাও বুকে রাখি ॥
 ঘুম-ঘোর ভেঙে দাও, প্রেম-আঁখি মেনে' চাও,
 রূপের কিরণ-কণা হেরিতে তৃষিত-আঁখি ॥

(৫৩)

দেশ—আড়াঠেকা

কে ডাকে মধুর ভাবে যেতে স্বদেশে ।
 যোগীবেশে হেসে হেসে নিকটে এসে ॥
 বন্ধ অষ্ট-পাশ-ডোরে, পড়ে' আছি ঘুম-ঘোরে,
 দংশিছে সংসার-অহি মরি সে বিবে ॥
 ভীষণ অরণ্যে আর রহিতে নারি,
 সদা হাহাকার প্রাণে, মরি গো মরি ;
 স্বপন যে ভেঙে গেছে, টেনে লও তব কাছে,
 কিরণ রহিবে কত দূর-বিদেশে ॥

(৫৪)

খট-বৎ

কি আর ভাবনা মন, পেয়েছ ঝাঁর আশ্রয় ।
 দয়ার ঠাকুর তিনি, প্রেমদাতা মধুময় ॥
 বখন অশান্তি পাবে, সেই মুখপানে চাবে,
 সকাতরে নাম গাবে, শান্ত হইবে হৃদয় ॥
 তরাইতে পাপীন্দ্রতাপী, অবতীর্ণ জান না কি,
 কেহ তো না রবে বাকী, সবে পাবে পদাশ্রয় ॥

বিজলী সঙ্গীত

৪৫

কেন রে সঙের সাজে, সংসার-আশঙ্কি নাহে,
 ছেড়ে খুঁটি হও খাঁটি, গোণা দিন গত হয় ॥
 তিনি অমৃতের খণি, বলিছেন মধু-বাণী,
 রে কিরণ, আমি সাথী, আর তোর নাহি ভয় ॥

(৫৫)

রান প্রসাদী—একতাল

হরে কৃষ্ণ বল রে মন ।

যদি বাসনা এড়াবি শমন ॥

সচ্চিদানন্দ রূপে ডুবে' থাক ভুলে' আপন ।

জাতি-বিচার, পর-আপনার, তাঁর কাছে নাই সে সব বাঁধন ॥

হয়ে খাঁটি পরিপাটি, হৃদে ধর রাতুল চরণ ।

দিগ্বিজয়ের নিশান-তলে কিনে লও রে রসের করণ ॥

ওরে হাবা, রসে ডোবা দেখোনা রে রসিক যে জন ।

রস তব্ধে হও প্রবর্ত, নিত্য ধনে কর যতন ॥

প্রেম-বাজারে বিকি-কিনি, উজল রসে ঢেউ আবর্তন ।

কিরণ চাঁদে পড়লো ফাঁদে, ঘুচে' গেল সাধন-ভঞ্জন ॥

(৫৬)

জয়জয়ন্তি—১৭

জানি আমি কপট অধম কামী ।

কিন্তু যুগে-যুগে তুমি স্বামী ॥

জপ-তপ-ধ্যান-শুচি-সংযম—৩

হলোনা আমার, হবেনা তা' জানি ।

বিজলী সঙ্গীত

আরো জানি প্রভু, তুমি কিরণের
পরানের প্রিয় বল্লভ স্বামী ॥

(৫৭)

গাথা—আড়া

আমি অতি দুখী দীনহীন ।
সাধন-ভজন-তপ-পূজন বিহীন ॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি সখা তুমি ভ্রাতা,
তুমি একমাত্র ভ্রাতা, নিতাই নবীন ॥
কিরণ হোকনা যাহা, তোমার সে—জানে তাহা,
ও-পদ যুগলে চির যুগে-যুগে লীন ॥

(৫৮)

খট্ট-ভৈরবী—একতাল।

তুমি দয়ালের শিরোমণি ।
তাই দয়া করে', পাপ-মোহ ঘোরে,
শুনাইলে মোরে কী অভয় বাণী ॥
জীবনের মম দীপালি জ্বালিয়া,
কত উপদেশ দিয়েছ বলিয়া,
থাকিতে কি পারি তোমারে ভুলিয়া,
তুমি প্রেমময় অমৃতের খণি ॥

বিজলী সঙ্গীত

৪৭

তব কৃপাবিন্দু যদি প্রাণে পাই,
 পাপ-মোহে তবে আমি না ডরাই,
 সদানন্দে তব নাম-গুণ গাই,
 অপার সংসার তৃণ হেন গণি ॥

পাগল কিরণ যখনি কেঁদেছে,
 তখনি তোমায় দেখিতে পেয়েছে,
 তার আর বল কি অভাব আছে,
 তুমি তার সারা নয়নের মণি ॥

(৫৯)

স্মৃতি মল্লার—ঝাঁপ

শান্ত সমাহিত কে যোগী জাগে ।
 জীবের ত্রিতাপ দুখ কেন ওই মাগে ॥

কাঙাল আতুর তরে, কমল নয়ন ঝরে,
 সবে আলিঙ্গন করে, অতি অমুরাগে ॥

জটাজুট সুশোভিত, ভালে তিলক চর্চিত,
 কণ্ঠে মালা বিলম্বিত দোলয়ে সোহাগে ॥

গৈরিক বসন পরা, দণ্ড-কমণ্ডলু ধরা,
 উজল নয়ন-তারা গাঢ় রতি রাগে ॥

ক্ষণে যার পানে চায়, সে যেন কী হয়ে যায়,
 রহেনা ভবের দায় সহজ বৈরাগে ॥

দরশে তমস হরে, পরশে সন্ন্যাস করে,
 বচনে অমিয়া করে কলমব ভাগে ॥

বিজলী সঙ্গীত

ভাবময় যোগ-তন্ত্র, পুলকিত প্রতি অণু,
 উদিত জলন্ত ভান্ন প্রেমারুণ রাগে ॥
 এ মানিক কোথা ছিল, কিরণ ছড়িয়ে এলো,
 আঁধা-পথ আলোকিল চরণ পরাগে ॥

(৬০)

বাউলের স্বর—ঝুলন

কে গো বিদেশী বঁধু ডাকছে ঐ হেসে,—
 যেতে আপন দেশে ।

আমি একা, দাঁও গো দেখা, দাঁড়াও হে কাছে এসে,—
 কেন দূরে বসে' ॥

রূপ দেখে পাগল হয়েছি, পর-আপনার ভুলে গেছি ;
 তাই তো দরশন যাচি, বসো কাছে এসে,—
 কেন দূরে বসে' ॥

যুমের ঘোরে ছিলাম ভুলে, দয়া করে' জাগাইলে ;
 কি যেন কি বলে দিলে, স্নমধুর ভাষে,—
 বুঝি যেতে দেশে ॥

আঁধারের বিষণ্ণ রাশি, মুছে' দিলে কাছে আসি
 তোমার মতন আপনার জন, কে আর আমার আছে,—
 যে জন তিমির নাশে ॥

তোমার কুপায় বেঁচে আছি, তাই তো দরশন যাচি ;
 দেখা দিয়ে কথা করে, জুড়াও প্রাণে বসে',—
 কিরণ দীনদাসে ॥

বিজলী সঙ্গীত

৪৯

(৬১)

বাউলের স্বর—খয়র

কতদিনে ছুটবে তোর নেশা ।

কেমন, বেহুঁশ মাতাল হলি রে পাগল, হারালি সকল দিশা ॥
 তুই, মনের সাথে পুটলি বেঁধে, জমাচ্ছিস্ যে টাকা-পয়সা ।
 ববে, কাল-শমনা দিবে হানা, কি হবে তোর পুটলির দশা ॥
 নিজের, শরীর নিয়ে আপন মনে, করুছো বড় মাজা-ঘষা ।
 দেখে, হেসে মরি, সোনার শরীর দু'দিন বাদে হার কি দশা ॥
 সব, দালান-বাড়ী রবে পড়ি, ভাঙবে রে তোর সুখের বাসা ।
 এত, ঠেকে দেখে শিখলি না তো, উপায় কি রে সর্বনাশা ॥
 কেঁদে, পাগল কিরণ বলে রে মন, দিন থাকিতে ভাঙো নেশা ।
 হের, গুরু-পদ কোকনদ, সে শ্রীপদে লওরে বাসা ॥

(৬২)

বাউলের স্বর—লোকা

ধন-জন পড়ে' যে রবে, সঙ্গে কেউ যাবেনা—যাবেনা ।
 তবে, কা'র তরে বা মরুছো ঘুরে', ও-সব মোহের ছলনা ॥
 বখন তোমার প্রাণ যাবে, মরা বলে' কেউ না ছোঁবে,
 শ্মশানে বেঁধে নে' যাবে গো, দিয়ে চাঁচের বিছানা ।
 যাদের, ভাবছো আপন, নিশির স্বপন, সাথী হবে না ॥
 তোমার তারা বলছে যারা, দু'চার দণ্ড কাঁদবে তারা,
 শেষে দিবে গোময় ছড়া গো, কেউ তো ফিরে চাবেনা ।
 তখন, জানবে ভাল, আমার বলো, তোমার কেহ না ॥

কিরণচাঁদ পাগলে বলে, দেখরে ভাই নয়ন খুলে',
 সংসারের মায়ায় ভুলোনা গো, মিছে মায়ায় ভুলোনা ।
 সেই, শেষের দিনে গুরু বিনে কেহ কারোনা ॥

(৬৩)

বাউলের স্বর—ঝুলন

আশায় আশায় দিন গেল বয়ে ;
 কত থাকুবো বল পথ চেয়ে ।
 ভবের ঢেউয়ে যাচ্ছি বেয়ে রে, এই ভাঙা তরণী লয়ে ॥
 এ-পার ও-পার কুল-কিনারা নাই,
 এখন হালের গোড়ায় জল মিলে না, জোয়ার সরে' যায়,—
 ভোলামন, জোয়ার সরে' যায় ।
 টানে টানে নিচ্ছে যে টেনে, তরী ঠিক রাখি-বা কী দিয়ে ॥
 আকাশ ছেয়ে আঁধার বিরিলো,
 আবার, চৌদিকেতে ঝাপ্টা বাতাস, কী করি বলো,—
 সাধু ভাই, উপায় কী বলো ।
 মাঝদরিয়ায় নাও যে ডুবে যায়, নায়ে উঠলো রে জল ছাপায়ে ॥
 আর নেয়েরা কুল যে পেয়েছে,
 তাদের, নূতন তরী দিয়ে পাড়ি পারে গিয়েছে,—
 ঐ ছাপ্ পারে গিয়েছে ।
 খেলছে খেলা থাকিতে বেলা, তারা ঐ নাচে সারি গেয়ে ॥
 আরামেতে খেলছে তাদের প্রাণ,
 আমি, সুদূর হতে শুন্ছি শুধু তাদের মধুর তান,—
 শুনা যায়, তাদের সুখের গান ।

বিজলী সঙ্গীত

৫১

আমি কি আর কুল পাবনা গো, যাব অকুল মাঝে ডুবিয়ে ॥
 কিরণ বলে শুন অবোধ মন,
 তুমি, ধৈর্য্য ধর ধেয়ান কর শ্রীগুরু চরণ,—
 ভোলামন, শ্রীগুরু চরণ ।
 থেয়ার মাঝি, হইবেন রাজি, কেন বৃথা মরো ভাবিয়ে ॥

(৬৪)

বাউলের হৃদ—একতাল

আমার প্রাণের মাঝে কে তুমি বসে' ।
 ধরি ধরি মনে করি, পাইনা দিশে' ॥
 ছিলাম সংসারে ভাল, মায়া-মোহ-তম-জাল ঘেরা বেহ'শে ।
 বিত্ত বাড়ী ছিল নারী কী রঙ্গরসে ॥
 লইয়া আত্মীয়-জন, ভাবিতাম কী আপন, ছিহু বেহ'শে ।
 হেনকালে ডাক দিলে যেতে স্বদেশে ॥
 ডাক শুনে' প্রাণ কাঁদে, হেরিতে হিয়ার চাঁদে হিয়ার দেশে ।
 পরাণ কাড়িয়া নিলে মধুর হেসে ॥
 ভণয়ে কিরণচাঁদে, মরিব তোমার ফাঁদে, আছি এ আশে ।
 মন মাঝে ধরা দিব আপন খোশে ॥

(৬৫)

ভৈরবী—কাওয়ালী

তুমি আমার হিয়ার রতন জীবন-ধন নয়ন-তারা ।
 দেখিতে দেখিতে রূপ হই যে আপন-হারা ॥

হেরিতে মধুর হাসি, নিতি নিতি ছুটে আসি,
মন-প্রাণ অভিনাষী, কিরণ পাগল-পারা ॥

(৬৬)

ঝিঁঝিট-ভাঙা—খয়রা

ও কে, এসেছে গেণ্ডারিয়ায়, দেখ'বি যদি আর ।
 বোগ-রাগ-রস-তলু, বোগমায়া বাম-কায় ॥
 রূপের নবীন মাধুরী, দেখে' বা' লো নাগরী, জটাজুটধারী ।
 ক্ষণে উচ্চ রবে হাসে, ক্ষণে কাঁদে উভরায় ॥
 শিরে জটা 'স্বমধুর, অগ্রে চাঁচর চিকুর, মরি কি চতুর ।
 কোপিন পরা, করোয়া ধরা, রূপের ফাঁদে প্রাণ মাতায় ॥
 দেশের পুরুষ-নারী, সবে হলো বাউরী, ও-রূপ নেহারি ।
 সবাই মিলে ধেরে চলে জুড়াতে প্রাণ রাঙা পায় ॥
 আমি এ ধন যদি পাই, রাখি গোপনে হিয়ায়, আর কিছু না চাই ।
 বঁধু বলে' চরণ তলে সফল করি মন-কায় ॥
 পাগল কিরণ চাঁদে কয়, আর নাহি রে ভয়, নাম যে দিখিজয় ।
 এবার, অধর-ধরা দিল ধরা, আপনি ঠেকা আপন দায় ॥

(৬৭)

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতাল

এসেছে এক সন্ন্যাসী, এসেছে এক সন্ন্যাসী, জ্বাখ্ আসি ।
 সে রূপে ভব উজ্জল করে, সাধ হয় মনে হই দাসী ॥
 ঝাংলার মাঝে পেতেছে থীনা, কুলবধু-কূলে পড়েছে হানা,
 একা পথে যেতে করি লো মানা, বাস্নে' ওলো রূপসি ॥

বিজলী সঙ্গীত

৫৩

দণ্ড-করোয়া-কপিনধারী, প্রেমে সদা বহে নয়নে বারি,
 বল্ছে হরেকৃষ্ণ হরি, কার ভাবে যেন উদাসী ॥
 কি ক্ষণে লো সই দেখেছি তাঁরে, নয়ন সে রূপ তুলিতে নারে,
 মন-প্রাণ সদা উচাটন করে, রহিতে দিলনা ঘরবাসী ॥
 অপরূপ-রূপে নয়ন ভুলে, সাধ হয় বুকে লই লো তুলে',
 পাগল কিরণ পড়েছে ফাঁদে, কেঁদে বলে আমি তাঁর দাসী ॥

(৬৮)

ভাটিয়ারী—লোকা

ওগো, আয় নাগরী দেখে যা' গো তোরা,—আয় স্বরা ।
 এসেছে এক সোণার নাগর, নাগী-মনচোরা ॥
 কটিতে ডোর-কোপীন পরা, নবান্ন রসেতে ভরা দ্বাখ'সে তোরা ।
 হাতে দণ্ড, প্রেমের ভাণ্ড করোয়া সে ধরা ॥
 কি ভাবাবেশ খেলে অঙ্গে, সদা ভাসে প্রেম-তরঙ্গে, ধূলায় ধূসরা ।
 আপনি মেতে জগৎ মাতায়, হইয়া বিভোরা ॥
 রূপখানি তাঁর কাঁচা সোনা, নয়নের বা কি নিশানা, সে মনোহরা ।
 দেশে দেশে বেড়ায় ভেসে, লইয়া পশরা ॥
 লেগেছে রূপ বার নয়নে, ছাই দিছে সে কুল-মানে, পাগল-পারা ।
 কিরণচাঁদে বেড়ায় কেঁদে, হইয়া বাউরা ॥

(৬৯)

বাউলের স্বর—লোকা

স্বর্ণময়ীর সোনার যাহু, কি যাহু করিল মোরে ।
 রূপের ফাঁদে ফেলে গো সই, মন-প্রাণ হরিল রে ॥

আমি, কেমন করে' ছিলাম ভুলে, বৃকের ধনে দূরে ঠেলে, বিহ্বলে,—
 তাই, আপনি এসে হেসে হেসে, দাঁড়ালে ;
 বল, কেন এলো কি দেখাল, কুল-মান ভেসে গেল,
 প্রাণ-মন সকল নিল, কিছু তো না রাখিল রে ॥
 সে যে, যোগমায়ার জীবন-পতি, কিবা যোগী কি যুবতী, সে গতি,—
 দেয়না ধরা যার প্রাণে নাই রস-রতি ।
 আমার, কাঁদিতে জনম গেল, বল্লভ আনার না হইল,
 সে ধন কিসে পাব বল, কিরণ পাগল যে ধন তরে ॥

(৭০)

ননোহরসাই—লোফা

বল গো কোথায় গেলে মনের মাহুষ রতন পাব ।
 আমি মনের খেদে, কেঁদে কেঁদে, আর কত কাল কাটাইব ॥
 যার লাগি মন ভুলেছে, সে আমার কোথায় আছে,
 দেখা দিয়ে লুকাইয়ে চলে' গেছে ।
 কত কাল স্মৃতি নিয়ে, বিবশ হয়ে, পথের পানে চেয়ে রব ॥
 কৃষ্ণা ছাদশীর দিনে, হারিয়েছি বৃকের ধনে,
 সে অবধি নিরবধি কাঁদি প্রাণে ।
 আর কবে বিভোল মনে, বৃকের ধনে, বৃকের মাঝে বসাইব ॥
 তাঁর দেখা পাবার আশে, খুঁজেছি দেশ-বিদেশে,
 তবু তো পেলাম না গো কপাল-দোষে ।
 দেখেছি নানা দেশে, নানা মাহুষ, এমন মাহুষ না দেখিব ॥

বিজলী সঙ্গীত

৫৫

পাগল কিরণচাঁদে, পড়েছে বিষম-ফাঁদে,
 হারাধন পাবার লাগি মরে কেঁদে ।
 কবে অজপ-যোগে, শুভ-যোগে আপনার জন চিনে লব ॥

(৭১)

বেহাগ—আড়া

আমার পরাণ কেন আমার হলোনা বল ।
 সাজানো বাগান খানি মরুভূমি হয়ে গেল ॥
 অমৃত যাচিতে কেন, বিধে দহে প্রাণ-মন,
 সমুদ্র মন্থনে কেন মম ভাগ্যে হলাহল ॥
 কৃষ্ণ-দ্বাদশীর নিশি, ছড়াইল একি মসি,
 পূর্ণিমা চাঁদের হাসি অসময়ে নিভে গেল ॥
 সে বয়ান মনে হলে, বুক ভাসে আঁখি-জলে,
 সৌম্য শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তি, কোথা—কোথা লুকাইল ॥
 আর না শুনিব কথা, কে আর ঘুচাবে ব্যথা,
 কিরণ কঁাদিয়া বলে, সে আমার কোথা গেল ॥

(৭২)

মল্লার—একতাল

এস, সুন্দর মম নয়নানন্দ নন্দন-ফুলহার ।
 প্রাণ, রহে কি না রহে, তোমার বিরহে,
 —ওগো সুন্দর মম নয়নানন্দ—
 —ওগো হৃদিরঞ্জন অঞ্জন মম—
 দেখে যাও একবার ॥ (এস ফিরে এস)

বিরহ-ব্যথিত মরম জড়ায়ে,
 তোমার পরশ দেহগো ছড়ায়ে,
 হের, চমকিয়া চাই হু'বাহ বাড়ায়ে,
 —আবার হেরবো বলে ঐ অপক্লপ—
 —আবার ধরবো বলে অভয় চরণ—
 ঝরে আঁখি অনিবার ॥ (হেরি বিফল প্রয়াস)
 প্রাণের পরবে তুমি ছিলে যবে,
 নব বসন্ত হাসিত গরবে,
 হিয়ার তন্ত্রী তব সোরভে, মুখরিত বারবার ।
 আজ তুমি নাই সকলি আঁধার,
 দীর্ঘ রজনী শুধুই কাঁদার,
 আজি, নিরাশা-রাহতে তরুণ চাঁদার,
 —হেরি আঁধার আঁধার কেবলি আঁধার—
 —ওগো অন্ধকারের চন্দ্র আমার—
 ঘিরিয়াছে চারিধার ॥ (গ্রাস করবে বলে')
 এস ফিরে এস ওগো মোর আমি,
 এস হে হিয়ার অন্তর-বামী,
 নন্দন হতে এস পুনঃ নামি, সারধন হে আমার !
 তোমার বিরহে কেমন করিয়া
 দঞ্চ এ বুক বায় বিদারিয়া,
 এসে, তাই দেখে যাও ওগো মোর পিরা,
 —আবার এস হে এস হে এস হে বঁধু—
 —ওগো নয়নানন্দ নন্দন-হার—
 শুনে যাও হাহাকার ॥ (এই দঞ্চ বুকের)

বিজলী সঙ্গীত

৫৭

(৭৩)

কীৰ্ত্তন ভাঙা—একতাল

এস হে—এস হে,

এস বঁধু ফিরে এস হে !

আমার, অবশ তনুর সরস চেতনা,

এস এস ফিরে এসহে ॥

তোমার বিরহে আঁধার—আঁধার,

তোমার বিরহে প্রাণে হাহাকার ;

আমার, আঁধারে ইন্দু, ব্যথার বহু,

এস এস ফিরে এস হে ॥

তোমার বিরহে দীর্ঘ বক্ষ,

জীবন হয়েছে ভ্রষ্ট-লক্ষ্য ;

আমার, মরমের চির চরম সাফল্য,

এস এস ফিরে এসহে ॥

মোর প্রতি অণু-পরমাণু ভরা

কী বিপুল ব্যথা ক্রন্দন-ঝরা ;

আমার, ক্লান্ত তনুর সন্তাপ-হরা !

এস এস ফিরে এস হে ॥

তোমার পরশ-গন্ধ-আকুল,

এ প্রতি অঙ্গ তুষিত ব্যাকুল ;

আমার, অঙ্গে অঙ্গে চটুল রঙ্গে

এস এস ফিরে এস হে ॥

বিজলী সঙ্গীত

এস হে তেমনি নয়নে নয়নে,
 এস জাগরণে শয়নে স্বপনে ;
 আমার, জনমে জনমে জীবনে মরণে
 এস এস ফিরে এস হে ॥

(৭৪)

বিভাস—কাওয়ালী

জয় নব-ঘন বিজলী-বরণ ।
 তাপিত-তৃষিত ধরা, কর ধারা বারিষণ ॥
 পাপী-তাপী-দুখী-শোকী যে আছে যেখানে,
 উর্দ্ধ নয়নে সবে চেয়ে মুখ পানে ।
 শান্ত-শীতল রসে কর ধরা নিমগন ॥
 এ যুগের গতি তুমি, প্রাণের দরদী-সাঁই,
 পরাণ সঁপিয়া পদে শরণ লইলু তাই ।
 গোলোক ত্যজিয়া এলে স্বর্ণময়ীর কোলে,
 রূপের ফাঁদেতে বুঝি আমারে ধরিবে বলে ;
 যুগে-যুগে ছাড়া-ধরা, একি খেলা বিমোহন ॥
 থাকনা পাপের কালি মাথা মোর অন্তরে,
 তোমার পরশ পেয়ে স্নেহে প্রাণ সন্তরে ।
 প্রাণবল্লভ তুমি পরাণের প্রিয় বঁধু,
 জীবনে-মরণে আমি তোমার তোমার শুধু ;
 কিরণ চরণে সঁপে দেহ-গেহ-প্রাণ মন ॥

বিজলী সঙ্গীত

৫৯

(৭৫)

ভাটিয়ারী—পোস্ত

গৌসাই প্রেমে বিবাগী হব ।

গৌসাই গৌসাই রব রসনায় কব ॥

দোমে-দোমে প্রাণারাম গৌসাই জপিব ।

গৌসাই নামের মালা গলেতে পরিব ॥

নাশাতে তিলক ছলে গৌসাই লিখিব ।

গৌসাই পিরীতি-রসে মজিয়া রহিব ॥

গৌসাই পূজন-পাঠ গৌসাই ভজিব ।

গৌসাই স্মরণ-সঙ্গ গৌসাই সেবিব ॥

গৌসাই বিভূতি মেখে গৌসাই ধ্যায়িব ।

গৌসাই সিদ্ধির বলে গৌসাই পাইব ॥

গৌসাই নামের ধ্বজা বহিয়া ভ্রমিব ।

গৌসাই পরম মন্ত্র ঘরে ঘরে দিব ॥

যে দেশে গৌসাই নাই সে দেশে না যাব ।

গৌসাই-বিমুখ-জন মুখ না হেরিব ॥

আমার গৌসাই ধন আমার যে কব ।

গৌসাই-জনের আমি দাস হয়ে রব ॥

গৌসাই-কিরণ-কণা পরাণে মাখিব ।

গৌসাই ধ্যানেরে চির সমাধি লভিব ॥

সমাপ্ত

সূচি

অনুগত হওনা রে মন	...	...	৩৩
অমৃত আরতি জয় শান্তিপুর-রবি	...	...	১৪
অসার সংসারে মজে' তোমারে ভুলিয়া থাকি	...	...	৪৩
আনন্দ-নন্দন মঙ্গল আরতি আনন্দে নয়ন নেহার	...	...	৭
আমার পরাণ কেন আমার হলোনা বল	...	...	৫৫
আমার প্রাণের মাঝে কে তুমি বসে'	...	...	৫১
আমি অতি দুখী দীনহীন	...	...	৪৬
আমি এসেছি একা	...	...	৪০
আমি পাপের ছলায় করি হায়-হায় কোথা সদগুরু হরি হে	...	...	৩৮
আয় গো তোরা কে কে যাবি আয়	...	...	২৫
আর কত কাঁদাইবে তাপিত এ দীনহীনে	...	...	৪০
আরতি আরতি জয় দয়াল গৌসাইজী	...	...	১৫
আশায় আশায় দিন গেল বয়ে	...	...	৫০
এস সুন্দর মম নয়নানন্দ নন্দন-ফুলহার	...	...	৫৫
এস হে এস হে	...	...	৫৭
এসেছে এক সন্ন্যাসী এসেছে এক সন্ন্যাসী ঞাখ্ আসি	...	...	৫২

এসেছে দয়াল আপনি এবার	...	...	২২
ওকে এসেছে গেণ্ডারিয়ায় দেখবি যদি আয়	...	...	৫২
ওগো আয় নাগরী দেখে বা গো তোর	...	...	৫৩
ওগো পাপের আঁধার ঘিরি চারিধার একা একা মরি ডরে	...	...	৩৯
কতদিনে ছুটবে তোর নেণা	...	...	৪৯
কি আর ভাবনা মন পেয়েছ যার আশ্রয়...	...	...	৪৪
কি দিয়ে পূজিব বল ওগো পরাণের স্বামী	...	...	৩৬
কে গো বিদেশী বঁধু ডাকছো ঐ হেসে	...	...	৪৮
কে ডাকে মধুর ভাষে যেতে স্বদেশে	...	...	৪৪
খোল হে তোমার দ্বার দয়ালের অবতার	...	...	৩৭
গভীর রজনী ভবে খেলে নীরবতা	...	...	৩২
গুরু কেমন চিন্লে না মন	...	...	২৮
গুরু গো শেষে এই ছিল তব মনে	...	...	৪১
গৌসাই প্রেমে বিবাগী হব	...	...	৫৯
গৌসাই বিজয় চরণ তাপ-নিবারণ ভাবরে মন দিবানিশি	...	...	২২
ছেড়ে খুঁটি-নাটি হও মন খাঁটি	...	...	৩৫
জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় হে	...	...	৭
জয় জয় জয় জয় শ্রীবিজয়	...	...	১৭
জয় জয় নাম জয় নামী জয় নামদাতা	...	...	১০
জয় নবধন বিজলীবরণ	...	...	৫৮
জয় শ্রীবিজয়	...	...	১৬
জানি আমি কপট অধম কামী	...	...	৪৫
ঠাকুর তব শরণ লইব	...	...	২৭
ঠাকুর তোমা বিনে দিন তো আমার চলেনা	...	...	৪২

ঠাকুর বিষময় এ সংসার	...	...	২৭
তুমি আমার হিয়ার রতন জীবন-ধন নয়ন-তারা	...	...	৫১
তুমি দয়ালের শিরোমণি	...	...	৪৬
তুমি ব্রহ্ম তুমি হরি তুমি গুরু প্রাণময়	...	...	২০
তোমার বিভূতি দেব জীবে কি বুঝিতে পারে	...	...	১৯
দরিয়ার উজান-শ্রোতে দেল-তরঙ্গী: যাওরে বেয়ে	..	...	৩৬
ধন-জন পড়ে' যে রবে সঙ্গে কেউ যাবেনা যাবেনা	...	...	৪৯
ধর্ম ধর্ম কর মন এ ধর্মে না পাবে তাঁরে	...	...	৩২
নমো কলিযুগ-পাবন শ্রীহরিনাম	...	...	৮
না দেখিলে প্রাণ তো বাঁচেনা	...	...	৩১
নামব্রহ্ম জয় মঙ্গল আরতি শঙ্খ করতালি বাজত	...	...	৬
নাম হি পরমব্রহ্ম পরমা প্রকৃতি	...	...	১৩
পরমারাধ্য সেই সে একজন	...	...	২৯
পারের তরী লেগেছে তীরে	...	...	২৩
পুড়ে' মলেম বিষয়-বিষে	...	...	৩০
বল কি অভাবে কাহার ভাবে গৌরান্দ টাঁদ নদেয় এলো	...	...	২১
বল গো কোথায় গেলে মনের মানুষ রতন পাব	...	...	৫৪
বিষয়-বাসনা-রসে দাওরে আগুন জ্বলে	...	...	৩৩
ভজ আনন্দ-নন্দন শ্রীঅবৈত-কুলচন্দ্র	...	...	১১
ভবে আর এমন দয়াল নাই	...	...	২৭
মঙ্গল ভবনে যুক্ত-যোগাসনে অনাদি যুগল জাগে	...	...	৬
মঙ্গল মন্দিরে মঙ্গল আরতি মঙ্গল বাজনা বাজত	...	...	৬
মনরে সদা বল হরি	...	...	২৬
শান্ত সমাহিত কে যোগী জাগে	...	...	৪৭

শান্তিপুরের সাধনা তুমি আমি শান্ত ক্লান্ত তোমার দ্বারে	৩৭
শুনহে আহ্বান-গান পরাণের কোণে	২১
শ্রীনামব্রহ্ম কি মঙ্গল আরতি শঙ্খ করতালি বাজত ...	৫
সাধনা কথার কথা নয়	৩৪
স্বমধুর তানে বাঁশরীর গানে	১৮
সে যে আমার যোগমায়া-মাই	২৬
স্বর্ণময়ীর সোনার ষাট্ কি ষাট্ করিল মোরে ...	৫৩
হরিনাম কর মন দিন তো বয়ে যায় রে	৩৫
হরিনাম কি স্বমধুর রে ভাই	২৩
হরেকৃষ্ণ বলরে মন	৪৫
হৃদয়-নিকুঞ্জ মাঝে হের শ্রীবিজয়	১৬

দরবেশ গ্রন্থাবলী

—•—

গানের খাতা (২য় সংস্করণ)	...	...	৬০
শ্রীবৃন্দাবন শতক (শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত মূল সংস্কৃত ও পত্নীমুবাদ ২য় সংস্করণ)	...	...	১০
কাবেরী (কবিতাবলী)	...	...	১০
জপজী (গুরু নানক কৃত মূল গুরুমুখী ও পত্নীমুবাদ, ২য় সংস্করণ)	...	...	১০
সঙ্গীত-সুধা (ভগবান শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীজী বিরচিত)	...	...	৮০
মন্দির (গীতিকাব্য, ৩য় সংস্করণ)	...	...	২
সাম-সন্ধ্যা গাথা (মূল ও প্রক্রিয়া সহ পত্নীমুবাদ)	...	...	১০
কুলসঙ্গীত (সাধক ৮ কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত)	...	...	৮০
সুসোমা (কাব্য)	...	...	১
রেবা (কাব্য)	...	...	১

প্রাপ্তিস্থান :—

১৫২ নং হারাবাগ, বেনারস সিটি, গ্রন্থকারের নিকট

অথবা—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ, ২০।১ রায়বাগান ষ্ট্রিট।

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

